**মনকষ্ট**

-মতিউর রহমান

সাত সকাল; ডিঙ্গি নাওটা প্রস্তুত যাবার জন্য। আলিমদ্দি সকালের নাস্তা সেরে স্ত্রী ও তার একমাত্র আট বছর বয়সী ছেলে সোহাগের নিকট থেকে বিদায় নিলেন। মনটা আজ সবারই ভীষণ খুশি। আর খুশি না হবার কোনো কারণই নেই। আজ আলিমদ্দি তার বেয়াই বাড়ি যাবেন। একমাত্র সন্তান সম্ভাবা কন্যা আমিনাকে নাইওরে আনার জন্যে। কিন্তু বাড়ির অনেকটা নতুন অতিথির সদ্য মর্যাদা পাওয়া মন্টু নামের বকরির বাচ্চাটার মনটা আজ কেনজানি অস্বাভাবিক খারাপ। সে আজ তাকে বিদায় জানাতে কার্পণ্য করছে। সহজে যেতে দিতেও রাজি নয় সে। আলিমদ্দি তার মাথায় সন্তান সুলভ অতি আদরের হাত বুলিয়ে নৌকায় চেপে বসলেন। আমিনার মা নৌকার বাঁধনটা আস্তে করে খুলে দিলে।

আলিমদ্দি অভয়নগরের উদ্দেশ্যে বের হলেন। মৃদ্যু বাতাসের ছোঁয়াতে বিলের পানির ঢেউগুলো আজ অনেকটাই অনুপ্ত। পানির বুক চিরে মাথা তুলে দেওয়া আমন ধানের শীষগুলো যেন বাতাসের উদ্দেশ্যে মনে মনে বলছে- ‘ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না মোড়’ গাত্রখানি, অতি অল্প দোলাতেই নুইয়ে পড়ে আমাদের মাথাখানি। পানিতে বৈঠার আঘাতে সৃষ্ট কলকল ধ্বনি কানে পৌঁছাতেই মাছরাঙাগুলো দূরের উদ্দেশ্যে উড়াল দেয়। মাথার উপর দিয়ে শ্বেত শুভ্র বকের ঝাঁক সবেগে উড়াল দেয়। যেন নৌকার গতিকে আলতো ছোঁয়ায় ধীরস্থিরতা দিয়ে যায়।

আলিমদ্দি তার বেয়াই বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়ালেন বেলা সাড়ে এগারোটায়। টানা তিন ঘণ্টা নৌকার বৈঠা নেড়ে তিনি এখন পরিশ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত। দিনটা আজ অন্যসব দিন থেকে অন্য রকম। ডান হাতে কাঁঠাল ও বাম হাতে নলিগুঁড় নিয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ তাকে আজ স্বাগত জানাতে এলেন না। তিনিও জানেন কেউ আসবেনও না। বেয়াইসাবের মর্যাদা পাবার তিন বছরের মধ্যে শুধু তার একমাত্র কন্যা আমিনা তাকে আদরে-অ্যাপায়নে পিঁড়িতে বসার সুব্যবস্থা করে দিয়েছে।

মিনিট পাঁচেক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকার পর আলিমুদ্দি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন তবে কি আজ মা আমিনাও আমাকে বসে বলবে না। হঠাৎ ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে বামে নিতেই দেখলেন ছোট্ট একটা দ্বীপসদৃশ ঢিবিতে নতুন একটখানা নতুন কবর। এর পাশে আমিনার পোষা অতি আদরের বিড়ালটিকে দেখে বাবা আলিমুদ্দির বুঝতে বাকি রইল না যে কবরটি কার? কাঁঠাল আর নলিগুড় আজ আর কাউকে ধরে হাত থেকে নামাতে হলো না। ধুম শব্দে পড়ে রইল মাটিতে। আদরের একমাত্র মেয়েটি আজ মাটির উপর দাঁড়িয়ে আব্বা বলেন ছুটে আসছে না! সে আজ মাটিতে, যাবে কিছুকাল পরে তাতে মিশে! আলিমদ্দির বুঝতে খুবেই অসুবিধে হচ্ছে এ বাড়ির মানুষগুলো নিষ্ঠুর না বাস্তবতাই চরম নিষ্ঠুর? আজ তার একমাত্র কন্যাকে মেরে কবরও দিয়ে রেখেছে পরম যত্নে! তার চরম আপসোস মেয়েটাকে মারার সংবাদ নয়, মৃত্যুর সংবাদটাও তো দিতে পারত! আর দিবেই কীভাবে বাড়ির একমাত্র বউটাকে মেরে তো গুষ্টিসুদ্ধ পালিয়েছে।

মনে পড়লো আলিমদ্দির বাসর ঘর থেকে ফিরে আমিনা তার নানিকে বলেছিল-‘একটা টিভি কিনে না দিলে এ বাড়িতে তার জায়গা হবে না!’ বলেছিল তাকে তার পাষণ্ড স্বামী! আলিমদ্দির মনে আক্ষেপ যে বাবা দীর্ঘদিন পর মেয়েকে দেখতে আসে বাড়ির গাছের কাঁঠাল আর নিজ হাতের মায়ার ছোঁয়াতে তৈরি নলিগুঁড় নিয়ে; সে আর টিভি কিনে দিবে কীভাবে? বাড়িতে ফিরে আলিমুদ্দি তার স্ত্রীর হাতে একমুঠো মাটি গুঁজে দিয়ে বলে-এই মাটির উপরে আমাদের মেয়ে নেই, আছে এর সাথে মিশে! পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া মানবেরা যেমন গিয়েছে প্রকৃতির নিয়মে এরই সাথে মিশে।

সমাপ্ত